বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ৭
মুফাসসির ও ভাষাবিদদের ব্যাখ্যায় “ইলাহ” ৭
আল্লাহই একমাত্র ইলাহ..................................... ৮
আবুল হাইসাম ও ইবনু সীদাহ্ আন্দালুসির মন্তব্য .. ৯
একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ মানার তাৎপর্য.............. ১০
ইমাম তাবারি -এর বিশ্লেষণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ . ১০
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ব্যাপারে নবি -এর বাণী... ১৩
কিছু লোকের ভুল ধারণা ১৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্মকথা........................১৬

রাসূল -এর সঙ্গে মুআয -এর আলাপ ১৭
কালিমায়ে শাহাদাতের ভিত্তিতে জাহান্নাম হারাম... ১৭
মানুষ যেন এর ওপর নির্ভর করে বসে না থাকে..... ১৭

ইতবান ইবনু মালিক -এর বর্ণনা.......................... ১৮
কালিমার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি............ ১৮

তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা ১৮
অটল ঈমানের ভিত্তিতে জান্নাত ১৯

এ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুই ধরনের........................ ২১
জান্নাতের ওয়াদা.. ২১
জাহান্নাম থেকে মুক্তি ২২

এসব হাদীসের মর্ম ২৩
শর্ত পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর হতে হবে ২৩
ফারাযদাক ও হাসান বসরি -এর আলাপ ২৩

অধিকার আদায় ও দায়িত্ব পালন করতে হবে .. ২৪
কালিমা জান্নাতের চাবি, তবে দাঁত ছাড়া চাবি হয় না ২৪
অন্যান্য শর্ত পূরণের প্রমাণ ২৫
একটি উদাহরণ ২৮

সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত .. ৩১
সেগুলো ছিল প্রথম যুগের বক্তব্য ৩১
এই মতের দুর্বলতা ৩১
সেসব হাদীস রহিত ৩২
সেগুলো অন্য হাদীসের মাধ্যমে শর্তযুক্ত ৩৩

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য............................ ৩৪
একমাত্র আল্লাহর গোলামি করতে হবে............... ৩৪
ইলাহ কাকে বলে? ৩৫
কুফর ও শির্কের পরিচয়................................... ৩৬
মনকে যেভাবে ইলাহ বানানো হয় ৩৭
শয়তানের আনুগত্য মানে শয়তানের ইবাদত....... ৩৯
আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি............................ ৪৩
আল্লাহ ও প্রবৃত্তির ভালোবাসা একসঙ্গে থাকে না... ৫১
সুস্থ অন্তরের লোকেরাই পরকালে মুক্তি পাবে ৫২
সুস্থ মানে আল্লাহর অবাধ্যতার আবর্জনামুক্ত....... ৫২
গোনাহ হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করতে হবে........ ৫৮
অন্তর পবিত্র, গোনাহ একে অপবিত্র করে ৬১
নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় ৬১

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্যাদা ৬৪

শেষ কথা ৮৪

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই; শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ -এর ওপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সকল সাহাবি ও তাদের অনুগামীদের ওপর।

মুসলিম মাত্রই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক'-এই বাক্যের সঙ্গে পরিচিত। এই বাক্যের অন্যান্য শব্দের অর্থ সহজে বুঝে এলেও, 'ইলাহ' বলতে কী বোঝায়—এটা অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়; আবার অনেকে নিজের মতো করে কিছু একটা বুঝে নিয়ে তুষ্ট থাকে। অথচ এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি, কারণ এটি ইসলামের প্রধান কালিমা, এই ঘোষণা দিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়, জান্নাতের চাবিকাঠিও এটিই।

মুফাসসির ও ভাষাবিদদের ব্যাখ্যায় "ইলাহ"

হিজরি তৃতীয় শতকে তাফসীরশাস্ত্রের মহান ইমাম ইবনু জারীর তাবারি -এর মতে, ইলাহ মানে—"যিনি আনুগত্য ও দাসত্বলাভের অধিকারী (اَلَّذِيْ يَسْتَحِقُّ الطَّاعَةَ وَيَسْتَوْجِبُ الْعِبَادَةَ)";[১] "যার

[১] ইবনু জারীর তাবারি (জন্ম ২২৪, মৃত্যু ৩১০ হি.), তাফসীর ১/৮৯৮।

দাসত্ব ও আনুগত্য করা হয় (مَعْبُوْدٌ)”।[১] ইমাম ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি, ইবনু জারীর তাবারি ও রাগিব ইস্পাহানি কিছু জায়গায় ‘ইলাহ’ শব্দের সমার্থক লিখেছেন ‘রব’,[২] যার অর্থ— “অবশ্যমান্য; মনিব; প্রভু।

আল্লাহই একমাত্র ইলাহ

জাহিলি যুগের আরবরা যেসব মূর্তির সামনে নত হতো, আল্লাহর (দাসত্ব ও আনুগত্যলাভের) অধিকারে জালিয়াতি করে তারা সেসব মূর্তিকেও إِلٰهٌ নামে অভিহিত করেছিল।[৩] এসব নামকরণে তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে কেবল; বাস্তবে সেসবের মধ্যে إِلٰهٌ-এর যোগ্যতা রয়েছে, বিষয়টি এমন নয়।[৪] ইলাহ্ হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা লাগে সেগুলোর বিচারে মহাবিশ্বে ‘ইলাহ্’ একজনই, তাই এ শব্দের কোনও বহুবচন থাকার কথা নয়, কিন্তু জাহিলি যুগের আরবরা বহুজনের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করার দরুন, এ শব্দের বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে اٰلِهَةٌ, আর এ অর্থেই কুরআনের বহু জায়গায় এর বহুবচনের ব্যবহার দেখা যায়;[৫] ঠিক একইভাবে এ শব্দের কোনও স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ থাকার কথা নয়, কিন্তু তাদের একাংশ সূর্যকে

---

[১] তাবারি ১/৮৯৮।

[২] ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি (জন্ম ২১৩, মৃত্যু ২৭৬ হি.), তাফসীরু গরীবিল কুরআন ৩/৩২৮; তাবারি ১/৮৯৮, ৩/২৯৪; রাগিব ইস্পাহানি (মৃত্যু ৫০২ হি.), মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন।

[৩] খলিল ইবনু আহমাদ ফারাহীদি (জন্ম ১০০, মৃত্যু ১৬০ হি.), কিতাবুল আইন।

[৪] আবু নাসর জাওহারি (মৃত্যু ৩৯৩ হি.), আস-সিহাহ।

[৫] রাগিব ইস্পাহানি (মৃত্যু ৫০২ হি.), মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন।

'ইলাহ্' মনে করায় এ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ তৈরি করেছে إِلٰهَةٌ। كِتَابٌ শব্দটি যেভাবে مَكْتُوْبٌ অর্থে, إِمَامٌ শব্দটি যেভাবে مَأْمُوْمٌ অর্থে এবং بِسَاطٌ শব্দটি যেভাবে مَبْسُوْطٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনিভাবে إِلٰهٌ শব্দটি مَأْلُوْهٌ অর্থ জ্ঞাপন করে।[১]

আবুল হাইসাম ও ইবনু সীদাহ্ আন্দালুসির মন্তব্য

ইমাম আবুল হাইসাম [২] বলেন—

لَا يَكُوْنُ إِلٰهًا حَتّٰى يَكُوْنَ مَعْبُوْدًا وَحَتّٰى يَكُوْنَ لِعَابِدِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا وَمُدَبِّرًا وَعَلَيْهِ مُقْتَدِرًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ فَلَيْسَ بِإِلٰهٍ وَإِنْ عُبِدَ ظُلْمًا بَلْ هُوَ مَخْلُوْقٌ وَمُتَعَبَّدٌ

"কেউ ইলাহ্ হতে পারে না, যতক্ষণ-না তার দাসত্ব করা হয় এবং যতক্ষণ-না তিনি তার দাসত্বকারীর স্রষ্টা, জীবনোপকরণদাতা, নিয়ন্ত্রক ও তার ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। যার মধ্যে এসব গুণ নেই, সে জুলুমের মাধ্যমে (অন্যদের) দাসত্ব লাভ করলেও সে কোনও ইলাহ্ নয়, বরং সে হলো একটি সৃষ্টজীব যার দাসত্ব স্বীকার করানো হচ্ছে।"[৩]

মুসলিম স্পেনের প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ ইমাম ইবনু সীদাহ্ আন্দালুসি বলেন,

كُلُّ مَا اتُّخِذَ مَعْبُوْدًا إِلٰهٌ عِنْدَ مُتَّخِذِهِ

"যার দাসত্ব করা হয়, দাসত্বকারীর জন্য

[১] আবুল আব্বাস ফাইয়ূমি (মৃত্যু ৭৭০ হি.), আল-মিসবাহুল মুনীর।
[২] মৃত্যু ২৭৬ হি.।
[৩] আবু মানসুর আযহারি (জন্ম ২৮২, মৃত্যু ৩৭০ হি.), তাহযীবুল লুগাহ।

সে-ই ইলাহ্।”[১]

একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ মানার তাৎপর্য

“আমরা একমাত্র ইলাহ্'র ইবাদাত করব।”[২] এর অর্থ:

نُخْلِصُ لَهُ الْعِبَادَةَ وَنُوَحِّدُ لَهُ الرُّبُوْبِيَّةَ فَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذُ دُوْنَهُ رَبًّا

‘আমরা একমাত্র তাঁর গোলামি করব, একমাত্র তাঁর কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করব, তাঁর সঙ্গে অন্যকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং অন্য কাউকে রব (অধিপতি/কর্তৃত্বশালী) হিসেবে গ্রহণ করব না।’[৩]

ইমাম তাবারি -এর বিশ্লেষণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ “তিনি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই।”[৪] -এর অর্থ হলো:

لَا رَبَّ لِلْعَالَمِيْنَ غَيْرُهُ وَلَا مُسْتَوْجِبَ عَلَى الْعِبَادِ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَهُمْ خَلْقُهُ وَالْوَاجِبُ عَلٰى جَمِيْعِهِمْ طَاعَتُهُ وَالْاِنْقِيَادُ لِأَمْرِهِ وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْاٰلِهَةِ وَهِجْرُ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ

‘তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি; তিনি ছাড়া মানুষের দাসত্ব-লাভের অধিকার আর কারও নেই; তাঁকে বাদে সবাই তাঁর সৃষ্টি;

---

[১] ইবনু সীদাহ আন্দালুসি (মৃত্যু ৪৫৮ হি.), আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আযম।

[২] সূরা বাকারা ২:১৩৩।

[৩] তাবারি, তাফসীর ১/৮০৮।

[৪] সূরা বাকারা ২:১৬৩।

তাদের সকলের ওপর আবশ্যক হলো—তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, তাঁকে ছাড়া অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও ইলাহের দাসত্ব ত্যাগ করা এবং মূর্তি ও প্রতিমা বর্জন করা।'[১]

فَإِنَّهُ خَبَرٌ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَخْبَرَ عِبَادَهُ أَنَّ الْأُلُوْهَةَ خَاصَّةٌ بِهِ دُوْنَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ وَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ وَلَا تَجُوْزُ إِلَّا لَهُ لِانْفِرَادِهِ بِالرُّبُوْبِيَّةِ وَتَوَحُّدِهِ بِالْأُلُوْهِيَّةِ وَأَنَّ كُلَّ مَا دُوْنَهُ فَمِلْكُهُ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَخَلْقُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِيْ سُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ اِحْتِجَاجًا مِنْهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ ذٰلِكَ إِذْ كَانَ كَذٰلِكَ فَغَيْرُ جَائِزَةٍ لَهُمْ عِبَادَةُ غَيْرِهِ وَلَا إِشْرَاكُ أَحَدٍ مَعَهُ فِيْ سُلْطَانِهِ إِذْ كَانَ كُلُّ مَعْبُوْدٍ سِوَاهُ فِمِلْكُهُ وَكُلُّ مُعَظَّمٍ غَيْرِهِ فَخَلْقُهُ وَعَلَى الْمَمْلُوْكِ إِفْرَادُ الطَّاعَةِ لِمَالِكِهِ وَصَرْفُ خِدْمَتِهِ إِلٰى مَوْلَاهُ وَرَازِقِهِ ... مُقِيْمًا عَلٰى عِبَادَةِ وَثَنٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ إِنْسِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ كَانَتْ بَنُوْ اٰدَمَ مُقِيْمَةً عَلٰى عِبَادَتِهَا وَإِلَاهَتِهَا وَمُتَّخِذَهُ دُوْنَ مَالِكِهِ وَخَالِقِهِ إِلٰهًا وَرَبًّا أَنَّهُ مُقِيْمٌ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَمُنْعَزِلٌ عَنِ الْمَحَجَّةِ وَرَاكِبٌ غَيْرَ السَّبِيْلِ الْمُسْتَقِيْمَةِ بِصَرْفِهِ الْعِبَادَةَ إِلٰى غَيْرِهِ وَلَا أَحَدَ لَهُ الْأُلُوْهَةُ غَيْرُهُ

‘এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ। তিনি তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন—ইলাহ হওয়া তাঁর জন্য নির্ধারিত, তিনি ছাড়া অন্য কোনও ইলাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর এ অধিকার নেই; দাসত্ব-লাভ শুধু তাঁর জন্যই মানানসই, এটি কেবল

[১] তাবারি, তাফসীর ১/৮৯৮।

তাঁর জন্যই বৈধ, কারণ তিনিই একমাত্র রব ও তিনিই ইলাহ, অন্য সবাই তাঁর মালিকানাধীন, অন্য সবাই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও শাসন-কর্তৃত্বে কোনও অংশীদার নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ মর্মে প্রমাণ পেশ করছেন যে, বাস্তবতা যেহেতু এমনই, সেহেতু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব করা কিংবা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বানিয়ে দেওয়া মানুষের জন্য বৈধ নয়, কারণ তাঁকে বাদে অন্য যাদের দাসত্ব করা হয়, তারা সবাই তাঁর মালিকানাধীন, তাঁকে বাদে অন্য যাদের সম্মান করা হয়, তারা সবাই তাঁর সৃষ্টি; আর গোলামের উচিত একমাত্র তার মনিবের আনুগত্য করা এবং নিজের অভিভাবক ও জীবনোপকরণদাতার উদ্দেশে নিজের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা ... এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন যারা মূর্তি, প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ, ফেরেশতা প্রভৃতির দাসত্ব করে এবং নিজেদের মালিক ও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এদেরকে ইলাহ ও রব হিসেবে মেনে নেয়। মানুষ ভুলপথে পা বাড়াচ্ছে, সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে এবং ভারসাম্যহীন পথে এগিয়ে চলছে—এসবের কারণ হলো তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করছে, অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব-লাভের অধিকার

নেই।'[১]

نَفٰى أَنْ يَكُوْنَ شَىْءٌ يَسْتَحِقُّ الْعُبُوْدَةَ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِىْ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِىْ مُلْكِهِ

'অন্য কেউ দাসত্ব-লাভের অধিকারী হতে পারে—আল্লাহ তাআলা তা নাকচ করে দিয়েছেন; সেটি কেবল তাঁরই অধিকার, যাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোনও অংশীদার নেই।'[২]

لَيْسَ لِلْخَلْقِ مَعْبُوْدٌ يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِمُ الْعِبَادَةَ بِمُلْكِهِ إِيَّاهُمْ إِلَّا مَعْبُوْدُكَ الَّذِىْ تَعْبُدُهُ

'সৃষ্টিকুলের জন্য এমন কোনও মা'বূদ নেই, যে তাদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে দাসত্ব দাবি করতে পারে, একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন মা'বূদ যাঁর দাসত্ব তুমি করে চলেছ।'[৩]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ব্যাপারে নবি -এর বাণী

নবি বলেছেন, "কোনও বান্দা যদি সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "যে-ব্যক্তি বলে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তারপর এর ওপর অটল থেকে মারা যায়, সে নিশ্চিত

[১] তাবারি, তাফসীর ৩/৮১।
[২] তাবারি, তাফসীর ৩/১৪২।
[৩] তাবারি, তাফসীর ৩/২৫৪।
[৪] বুখারি ১২৮, ৫৬২২, ৫৯১২, ৬১৩৫; মুসলিম ৩০, ৩২।

জান্নাতে যাবে।”[১]

কিছু লোকের ভুল ধারণা

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বিষয়ে নবি -এর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে একদল লোক মনে করে—একবার যেহেতু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছি, সেহেতু আমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত, আমাদের কখনও জাহান্নামে যেতে হবে না, এই চিন্তা-লালনকারীদের অনেককে হালাল-হারাম মেনে চলা ও শরিয়তের আবশ্যকীয় বিধান পালনের ব্যাপারে চরম উদাসীন দেখা যায়।

হিজরি অষ্টম শতকে ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি “কিতাবুত তাওহীদ/ কালিমাতুল ইখলাস” শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য ও উপরিউক্ত দলের চিন্তার ক্রটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। *“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্মকথা”* পুস্তিকাটি এরই বাংলা অনুবাদ। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ২০১৪ সালে প্রকাশিত রিয়াদের দারুত তাদমুরিয়্যা সংস্করণ। পাদটীকায় উল্লেখকৃত হাদীসের নম্বরগুলো এই সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বুখারির হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে মুস্তফা বুগা সম্পাদিত দার ইবন কাসীর সংস্করণ।

অনুবাদ নির্ভুল রাখার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে

---

[১] বুখারি ৫৪৮৯; মুসলিম ১৫৪।

চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনও ভুলত্রুটি নজরে পড়লে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল।

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী
jiarht@gmail.com
২৫ শাওয়াল ১৪৪৪ হি./ ১৬ মে ২০২৩ খ্রি.।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্মকথা

রাসূল -এর সঙ্গে মুআয -এর আলাপ

কালিমায়ে শাহাদাতের ভিত্তিতে জাহান্নাম হারাম

আনাস ইবনু মালিক বলেন 'নবি ছিলেন বাহনের ওপর, আর মুআয ছিলেন তাঁর বাহনে পেছনের আরোহী। একপর্যায়ে নবি বললেন, يَا مُعَاذُ "মুআয!" মুআয বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার খেদমতে হাজির!" নবি বললেন, يَا مُعَاذُ "মুআয!" মুআয বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার খেদমতে হাজির!" নবি বললেন, يَا مُعَاذُ "মুআয!" মুআয বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার খেদমতে হাজির!" নবি বললেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

"কোনও বান্দা যদি সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।"

মানুষ যেন এর ওপর নির্ভর করে বসে না থাকে

মুআয বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকদের এ সংবাদ দেবো না, যাতে তারা খুশি হতে পারে?" তিনি বলেন, لَا، إِذًا يَتَّكِلُوْا "না; সুসংবাদ দিলে তারা এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর

করে বসে থাকবে।”

(জ্ঞান লুকিয়ে রাখার) গোনাহের ভয়ে মুআয তাঁর ইন্তেকালের সময় এটি জানিয়ে দিয়েছেন।[১]

ইতবান ইবনু মালিক -এর বর্ণনা

কালিমার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইতবান ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, ‘নবি বলেছেন—

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ

“যে-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশে বলে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই), আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।” ’[২]

তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা

আবূ হুরায়রা অথবা আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত: ‘তাবুক যুদ্ধে তারা নবি -এর সঙ্গে ছিলেন। একপর্যায়ে তারা ক্ষুধার কবলে পড়লে নবি একখণ্ড চামড়া আনার নির্দেশ দেন। এরপর সেটা বিছিয়ে তাদের উদ্‌বৃত্ত খাদ্যদ্রব্যগুলো আনতে বলেন। কেউ নিয়ে আসে একমুঠ যব, কেউ আনে একমুঠ খেজুর, আবার কেউ আনে রুটির ওপরের শক্ত অংশ। এভাবে চামড়ার অল্প একটু অংশে তা জমা হয়।

[১] বুখারি ১২৮, ৫৬২২, ৫৯১২, ৬১৩৫; মুসলিম ৩০, ৩২।
[২] বুখারি ৪১৫; মুসলিম ৩৩।

এরপর আল্লাহর রাসূল সেগুলোতে বরকতের দুআ করে বলেন—خُذُوْا فِيْ أَوْعِيَتِكُمْ "তোমাদের পাত্রগুলোতে (এগুলো) ভরে নাও।" তারা নিজ নিজ পাত্রে সেগুলো নেওয়ার পর বাহিনীর প্রত্যেকটি পাত্রই তারা ভরে ফেলেন। এরপর সবাই পেটভরে খাওয়ার পরও কিছু খাবার উদ্‌বৃত্ত ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল বলেন—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল। কোনও বান্দা যদি সন্দেহ না রেখে এ দুটি বাক্য নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়, তখন তাকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে না।" ’[১]

অটল ঈমানের ভিত্তিতে জান্নাত

আবু যর থেকে বর্ণিত, ‘নবি বলেছেন—

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে-ব্যক্তি বলে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই), তারপর এর ওপর অটল থেকে মারা যায়, সে নিশ্চিত জান্নাতে যাবে।"

আমি বলি, "সে ব্যভিচার করলেও? চুরি করলেও?" তিনি বলেন—وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ "সে ব্যভিচার করলেও। চুরি করলেও।" এ-কথা

[১] মুসলিম ২৭।

তিনবার বলার পর চতুর্থবার তিনি বলেন—عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ "আবু যরের অপছন্দ হলেও।" এরপর আবু যর এ-কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন—"আবু যরের অপছন্দ হলেও।"[১]

উবাদা ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুর সময় বলেছিলেন 'আমি আল্লাহর রাসূল -কে বলতে শুনেছি—

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

"যে সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।" '[২]

উবাদা থেকে বর্ণিত, 'নবি বলেছেন—

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ

"যে-ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; ঈসা আল্লাহর বান্দা, রাসূল, তাঁর ওয়াদা বা কথার বাস্তবায়ন—যা তিনি তা মারইয়াম -কে দিয়েছিলেন—ও

[১] বুখারি ৫৪৮৯; মুসলিম ১৫৪।
[২] মুসলিম ২৯।

তাঁর তরফ থেকে একটি রূহ; জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাআলা তাকে তার কর্মকাণ্ড অনুযায়ী (উপযুক্ত) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন[১]।" '[২]

এ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুই ধরনের

এ-ধরনের ভাবসমৃদ্ধ হাদীসের সংখ্যা অনেক, যেগুলো উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুই ধরনের:

জান্নাতের ওয়াদা

প্রথম প্রকারে রয়েছে সেসব হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে—যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উলূহিয়াত ও মুহাম্মাদ -এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে, সে জান্নাতে যাবে অথবা তার জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এটা স্পষ্ট, কারণ নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী কাউকেই স্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখা হবে না; জাহান্নামের আগুন দিয়ে তাকে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করার পর সে জান্নাতে যাবে, জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। আবু যর -এর হাদীসের তাৎপর্যও তা-ই: তাওহীদ থাকলে জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যভিচার ও চুরি প্রতিবন্ধক হবে না। এ-কথা সন্দেহাতীত সত্য। তবে তাওহীদ থাকলে চুরি ও ব্যভিচারের জন্য কোনও শাস্তি দেওয়া হবে

---

[১] অথবা "আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আমল যা-ই হোক।" উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। দেখুন: ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারী, আর-রিসালা সংস্করণ, ১০/২২৩।

[২] বুখারি ৩২৫২; মুসলিম ২৮।